অনুমানের অঙ্গ
(Constituents of Inference)

ন্যায়দার্শনিকেরা স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমানের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। স্বার্থানুমান স্বার্থ বা নিজের জন্য কৃত অনুমিতির করণ। যে অনুমানের দ্বারা অনুমান কর্তার নিজের সাধ্যানুমিতি হয়, তাকে স্বার্থানুমান বলে। স্বার্থানুমিতির স্থলে যে ব্যক্তির পক্ষধর্মতাজ্ঞান ও ব্যাপ্তিস্মরণ হলে পরপক্ষে সাধ্যব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুর নিশ্চয়রূপ জ্ঞান (পরামর্শজ্ঞান) হয়, সেই ব্যক্তিরই সাধ্যের অনুমিতি হয়। যেমন, পাকশালাদিতে ভূয়োদর্শন বা পুনঃপুনঃ সহচার দর্শনের দ্বারা 'যেখানে ধূম সেখানে অগ্নি' এরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞানের পর কোন ব্যক্তি পর্বতের নিকট উপস্থিত হলে তার অগ্নিবিষয়ে সংশয় হয়। তারপর সে পর্বতে ধূম প্রত্যক্ষ করলে তার ব্যাপ্তি স্মরণ হয় এবং তারপর তার 'পর্বত অগ্নিব্যাপ্য ধূমযুক্ত' এরূপ পরামর্শজ্ঞান হয়। তখন সেই ব্যক্তির 'পর্বত অগ্নিযুক্ত' এরূপ জ্ঞান হয়। এই অনুমান স্বার্থানুমান। স্বার্থানুমিতিতে অপরের তত্ত্ব নিশ্চয় অনাবশ্যক বলে তাতে অপরকে নিজ মত বোঝাবার জন্য কোন বাক্য প্রয়োগ হয় না।[৫৫] বাৎস্যায়ন ন্যায় ভাষ্যে বলেছেন—"যে স্থলে বাদী ও প্রতিবাদীর বিপ্রতিপত্তিবশঃ সেই বিবাদবিষয় পদার্থে সংশয় জন্মে, সেই স্থলে একতর পক্ষ নিশ্চয়ের উদ্দেশ্যে বাদী ও প্রতিবাদী নিজ নিজ মতের বোধক যে অনুমান প্রদর্শন করেন, সেই অনুমান পরার্থানুমান।"[৫৬]

অন্নংভট্ট বলেছেন, "যখন কোন ব্যক্তি স্বয়ং ধূম হতে অগ্নির অনুমান করে অপরের নিকট ঐ অনুমিত অগ্নি প্রতিপন্ন করার জন্য পঞ্চঅবয়ব বাক্য প্রয়োগ করেন, তখন ঐ পাঁচটি অবয়ব বাক্য শ্রবণের দ্বারা অন্য ব্যক্তির যে অনুমিতি হয়, তা পরার্থানুমিতি। ঐ অনুমিতির জনক পাঁচটি অবয়ব বাক্যকে পরার্থানুমান বলে।" ('যত্তু স্বয়ং ধূমাদ অগ্নিম অনুমায় পর প্রতিপত্ত্যর্থং পঞ্চঅবয়ব বাক্যং প্রযুজ্যতে তৎ পরার্থানুমানম্।')[৫৭]

অন্নংভট্ট বলেছেন—স্বার্থানুমিতি ও পরার্থানুমিতির করণ হল পরামর্শ বা লিঙ্গপরামর্শ। সুতরাং তাঁর মতে, লিঙ্গপরামর্শ অনুমিতির করণ বা অনুমান। আবার তিনি প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন—এই পঞ্চঅবয়ব বাক্যকে পরার্থানুমান বলেছেন। পরার্থানুমানের একটি উদাহরণ দেওয়া হল ঃ

পর্বতটি অগ্নিযুক্ত (প্রতিজ্ঞা)
যেহেতু পর্বতটি ধূমযুক্ত (হেতু)
যা যা ধূমযুক্ত তা তা অগ্নিযুক্ত, যেমন, পাকশালা (উদাহরণ)
পর্বতটি ঐরূপ অর্থাৎ অগ্নিব্যাপ্য ধূমযুক্ত (উপনয়)
অতএব পর্বতটি অগ্নিযুক্ত (নিগমন)

---

৫৫. ন্যায়দর্শন, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮৮
৫৬. পূর্ববৎ পৃঃ ২৮৮

Scanned with CamScanner

এই পাঁচটি বাক্যের প্রয়োগ হলে শ্রোতার লিঙ্গপরামর্শ জ্ঞান হয়। ঐ জ্ঞানের বোধক বাক্য হল—'পর্বতঃ অগ্নিব্যাপ্য ধূমবান্' অর্থাৎ 'পর্বতটি অগ্নিব্যাপ্য ধূমযুক্ত'। এই জ্ঞানের দ্বারা ঐ শ্রোতার পর্বতে অগ্নির অনুমিতি হয়। পরামর্শজ্ঞান শ্রোতার এই অনুমিতির করণ হয়। তাই ঐ পরামর্শজ্ঞানটিকে পরার্থানুমান বলা হয়। পঞ্চঅবয়ব বাক্যের দ্বারা লিঙ্গ পরামর্শজ্ঞানটি হয় বলে ঐ পঞ্চঅবয়ব বাক্যকে গৌণ অর্থে পরার্থানুমান বলা হয়েছে। ন্যায়মতে "পরার্থানুমানকে যেমন—'ন্যায়' বলে, সেরূপ ঐ পরার্থানুমানে প্রতিজ্ঞা থেকে নিগমন পর্যন্ত যে পাঁচটি বাক্য প্রয়োগ করতে হয়, যথাক্রমে প্রযুক্ত ঐ বাক্যসমষ্টিকেও 'ন্যায়' বলে।"[৫৮] ন্যায়ের অংশ বাক্যগুলির প্রত্যেকটিকে বলে 'অবয়ব'। প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন এই পাঁচটি পরার্থানুমানজনক ন্যায়বাক্য। পরার্থানুমান পঞ্চঅবয়ব দ্বারা গঠিত বলে একে 'পঞ্চাবয়বী ন্যায়' বলা হয়।

উপরে উল্লিখিত অনুমানে ধূমের দ্বারা পর্বতে অগ্নির অনুমান করা হয়েছে। এস্থলে ধূম হচ্ছে হেতু বা লিঙ্গ। ধূমের দ্বারা অগ্নি ধর্মের অনুমিতি হচ্ছে, তাই অগ্নি অনুমেয় পদার্থ বা সাধ্য। অগ্নিরূপ সাধ্যধর্মের আশ্রয় হল পর্বত। তাই পর্বত পক্ষ বা ধর্মী।

ন্যায়মতে যার দ্বারা পক্ষে সাধ্যের সাধন করা হয় বা অনুমান করা হয়, তাকে হেতু বলে। হেতুকে লিঙ্গও বলা হয়। অনুমানে যা প্রকৃত হেতু, তাকে বলে লিঙ্গ। "যে পদার্থটি লীন বা অপ্রত্যক্ষ, সেই পদার্থকে জ্ঞানের বিষয় করে যে, সেই লিঙ্গশব্দবাচ্য। লীন পদার্থের জ্ঞাপকই লিঙ্গ। লিঙ্গ স্বরূপতঃই লীন পদার্থের জ্ঞাপক হয় না, কিন্তু ব্যাপ্তির সাহায্যে লীন বা অপ্রত্যক্ষ পদার্থের জ্ঞাপক হয়। সুতরাং ব্যাপ্তির সাহায্যে লীন পদার্থের জ্ঞাপকই লিঙ্গ।"[৫৯]

হেতু বা লিঙ্গের দ্বারা যে পদার্থের জ্ঞান জন্মে, সেই অনুমেয় পদার্থকে বলে সাধ্য বা লিঙ্গী। 'সাধ্য' মানে যা সাধনীয় বা অনুমানের বিষয় বা অনুমেয়।

সেখানে সন্দিগ্ধ সাধ্য থাকে, যা সন্দিগ্ধ সাধ্যের অধিকরণ, তাকে পক্ষ বলে। অর্থাৎ যে পদার্থে কোন পদার্থের অনুমিতি জন্মে, সেই পদার্থকে অনুমানের আশ্রয় বা পক্ষ বলা হয়। পক্ষের ধর্মরূপে সাধ্যকে অনুমান করা হয়।

পরার্থানুমানের পঞ্চঅবয়ব

অন্নংভট্ট *তর্কসংগ্রহ* গ্রন্থে 'ন্যায়' নামক মহাবাক্যের পাঁচটি অবয়বের নামসহ দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। ঐগুলি হচ্ছে : প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয়, নিগমন। অন্নংভট্ট *দীপিকাটীকায়* পঞ্চঅবয়বের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। প্রতিজ্ঞার প্রয়োজন পক্ষজ্ঞান, হেতুর প্রয়োজন লিঙ্গজ্ঞান, উদাহরণের প্রয়োজন ব্যাপ্তিজ্ঞান, উপনয়ের প্রয়োজন পক্ষধর্মতাজ্ঞান এবং নিগমনের প্রয়োজন অবাধিতত্ব ও অসৎপ্রতিপক্ষত্বের জ্ঞান।

---

৫৮. ন্যায়দর্শন, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮৮

৫৯. তর্কসংগ্রহ, অন্নংভট্ট, নারায়ণচন্দ্র গোস্বামী, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, পৃঃ ৩৬৪

Scanned with CamScanner